শরাব-খোরের পরিণাম

প্রণীত :—

(মাওলানা) আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল-ক্বাদেরী

গ্রাম—সত্তরশ্রী, ডাকঘর—রেজভীয়া এতিমখানা,

জেলা—নেত্রকোণা।

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২ বাং
১১ই জুন ১৯৯৫ ইং
১২ই মহররম ১৪১৫ হিঃ

প্রকাশক ঃ
আলহাজ্ব ছদরুল আমিন রেজভী সুন্নী আল-কাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশ্রী,
পোঃ—রেজভীয়া এতিমখানা,
জিলা—নেত্রকোণা।

হাদিয়া ঃ—৫·০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ—আল-ঈমান প্রিন্টিং প্রেস, মোক্তারপাড়া,
(ব্রীজ সংলগ্ন), নেত্রকোণা।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শরাব খোরের পরিণাম

শরাব-খোরের মুখ কেবলার দিক হইতে ফিরিয়া যায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন 'যখন রাব-খোরকে দাফন করা হয়, তখন কবর খুদিয়া দেখ, তাহার মুখ কেবলা হইতে ফিরান অবস্থায় না পাইলে তোমরা আমাকে কাতল করিও। কেননা, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, ''যখন মানুষ ৪ (চার) বার শরাব বা মদ খায় তখন আল্লাহ্ পাক তাহার উপর রাগান্বিত হইয়া তাহার নাম দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। তাহার নামাজ, রোজা, ছদকা, খয়রাত কবুল করেন না। যদি তওবা না করে তবে, তাহার স্থান দোজখে নির্ধারিত হয়। আরেক বর্ণনায় আছে যে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, 'যখন মদ-খোর মরিয়া যায় তখন তাহাকে দাফুন কর এবং কয়েক ঘন্টা পরে তাহার কবর খনন করিয়া দেখ, যদি কেবলা রোখ মুখ ফিরিয়া যায় তবে তাহাকে পুনরায় দাফুন করিয়া রাখ। মদখুরের মাথার মগজ গলিয়া কান দিয়া বাহির হইতে

থাকিবে। মদখুরের গলায় পিয়ালা মদের তাড়ি লটকান অবস্থায় হাশরের দিন উঠিবে। ফেরেশতা আগুনের শূলিতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিবে, অমুকের পুত্র অমুকের মুখের দুর্গন্ধে হাশরবাসীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। জবানিয়া শূলি হইতে নামাইয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে। সে দোজখে হাজার বৎসর থাকিবে। পিপাসা পিপাসা বলিয়া চীৎকার করিবে। আল্লাহ পাক পান করিবার জন্য দুর্গন্ধযুক্ত রস পাঠাইবেন—মদখোর চীৎকার করিতে থাকিবে, 'হে আল্লাহ এই রসকে আমার নিকট হইতে দূর কর। আল্লাহ পাক তাহা দূর করিবেন না। পরক্ষণেই একটি আগুনের কুণ্ডলী আসিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিবে। আবার আল্লাহ পাক তাহাকে পয়দা করিবেন। তাহার হাতে তউক, পায়ে বেড়ী এবং মুখ নীচের দিকে এরূপ অবস্থায় সে উঠিবে; আবার পিপাসা, পিপাসা বলিয়া চীৎকার করিবে। পুনরায়, তাহাকে দোজখের উত্তপ্ত পানি পান করান হইবে। আর তৎক্ষণাৎ, বুক বুক বলিয়া ভয়ানক চীৎকারে থাকিবে। তখন ভয়ানক ধারাল ও গরম খাদ্য তাহাকে খাইতে দেওয়া হইবে। ঐ খাদ্যে তাহার পেটে জুস মারিবে তখন দোজখের দারোগা মালেক ফেরেশতা তাকে অগ্নির জুতা পরাইয়া দিবেন। জুতার গরমে তাহার মাথার মগজ গলিয়া কান দিয়া বাহির হইতে থাকিবে। ঐ মদখোর ব্যক্তির মুখ দিয়া আগুনের মত বাহির হইতে থাকিবে। পেটের সমস্ত নাড়ী-ভুড়ি বাহির হইয়া উভয়

পায়ের নীচে পড়িবে। পুনরায় তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন সে বলিবে, "হে অগ্নি আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছে।" আল্লাহ পাক তখন নিরুত্তর থাকিবেন। আবার উক্ত দোজখী পিপাসা, পিপ্যসা বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। মালেক ফেরেশতা পিয়ালা নিয়া আসিবেন, যখন পিয়ালা হাতে নিবে অমনি হাতের আঙ্গুল-গুলি জমাট বাঁধিয়া যাইবে। পানিকে দেখিবে যে, পানির গরমে তাহার চক্ষু এবং গাল বাহির হইয়া যাইবে। হাজার বৎসর পরে অগ্নিকুণ্ড হইতে তাহাকে বাহির করা হইবে। পুনরায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে এবং হাজার বৎসর যাবৎ এইরূপ আজাব ভোগ করিতে থাকিবে। অগ্নিকুণ্ড উটের মস্ত বড় বড় সর্প ও বিচ্ছু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। অগ্নির টুপী মাথায় থাকিবে এবং পায়ে অগ্নির জুতা থাকিবে। হাজার বৎসর পরে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করা হইবে এবং দোজখের ভিতরে নিক্ষেপ করা হইবে। দোজখের গভীরতার শেষ নাই, হিসাব নাই। ইহার ভিতরে অগ্নির তওক, জিঞ্জির এবং সর্প-বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ থাকিবে। এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডে হাজার বৎসর যাবৎ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। আবার ওয়া মুহাম্মাদা বলিয়া চীৎকার করিবে। তখন আখেরী যমানার পয়গাম্বর হুজুরপোর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-ছাল্লাম ফরিয়াদ করিবেন, 'হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তি আমার শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে; যদি তুমি নিজ গুণে ক্ষমা কর তবে মুক্তি পাইতে পারে।'

মদখোরের নাড়ী-ভূরি ফাটিয়া নীচে পড়িবে। হাশরের

দিন জিনাকারী এবং মদখোরকে ফেরেশতায় টানিয়া দোজখের দিকে নিয়া যাইবে। যখন দোজখের দরজা খুলিবে জবানিয়া ফেরেশতা তাহার নিকটে আসিয়া দুনিয়ার জিন্দেগীর হিসাব দেখাইয়া তাহার মুখে আগুনের গুর্জ মারিবে। মদখোরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন তাহাকে ফেরেশতা দোজখের কিনারে আনিবে এবং আবার তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে! আবার, ফেরেশতা তাহাকে দোজখের কিনারে আনিবে। তখন তাহার শরীরের গোশ্‌ত-পোশ্‌ত সবই খসিয়া পড়িবে। আল্লাহর আদেশে গোশ্‌ত জোড়া লাগিবে। আবার তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে এবং সে এইভাবে আজাব ভোগ করিবে। তখন মদখোর পিপাসা পিপাসা বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। জবানিয়া ফেরেশতা গরম পানির পিয়ালা তাহার নিকটে আনিবে। পিয়ালার জোশ্‌ মারিতে থাকিবে—মদখোর বড়ই খুশীর সহিত পানির পিয়ালা দেখিবে; কিন্তু পানির গরমে তাহার চক্ষু এবং মুখের গোশ্‌ত খসিয়া পড়িবে। যখন জবানিয়া ফেরেশতা পানি পান করাইবে এবং পানি যখন মদখুরের পেটে পৌঁছিবে তখন তাহার পেটের নাড়ীভুঁড়ি কাটিয়া কাটিয়া পায়খানার রাস্তা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আবার আল্লাহ্‌ পাকের আদেশে গোস্ত, নাড়ীভুঁড়ি এবং মুখের গোস্ত নিজ নিজ জায়গায় আসিয়া জোড়া লাগিবে। আবার জবানিয়া ফেরেশতা গুর্জ মারিবে। এমনিভাবে আজাব হইতে থাকিবে। মদখুরের এই শাস্তি জানিয়া রাখিবেন।

ঃ কতিপয় হাদিস শরীফ ঃ

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সর্বদা মদ পান করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে, পরকালের শরাব-শরাবান তহুরা তার নছীব হইবে না (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)।

যে ব্যক্তি একদিন মদ পান করিবে ৪০ দিন যাবৎ তাহার নামাজ কবুল হইবে না। হাঁ, তবে তওবা করিলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করিবেন (তিরমিজি)।

ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বেহেশত হারাম—যে ব্যক্তি সর্বদা মদ পান করিবে এবং যে মাতাপিতার নাফরমানী করিবে। আর ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেশ্ত হারাম যে নিজের স্ত্রীকে কু-কর্ম হইতে বিরত না রাখে।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান জিনা করে, সে মুসলমান থাকে না ; আর যখন কোন মুসলমান মদ পান করে তখন সে মুসলমান থাকে না। (বোখারী শরীফ)

একজন ছাহাবী শীত প্রধান দেশের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি খুবই পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি আরজ করেন—ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ! আমি খুবই পরিশ্রম করি এবং গমের মদ পান করিয়া এই কঠিন শীতের মধ্যে বাঁচিয়া থাকি। হুজুরপোর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, 'ঐ মদে কি নিশা হয়?' ছাহাবী আরজ করেন, 'জী হাঁ।' তখন হুজুরে পাক আলাইহিছ্ ছালাম ফরমান, 'ইহা হইতে বাঁচিয়া থাক।' ছাহাবী আরজ করেন, 'ইয়া রাছুলাল্লাহ ! সর্বসাধারণ ইহা হইতে বাঁচিতে পারিবে না।' তখন হুজুরপোর

নূর আলাইহিচ্ছালাম এরশাদ করে, যদি উহা ছাড়িতে না পারে তবে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (আবু দাউদ শরীফ)

এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে; ইসলাম ধর্মে মদ পান করার অনুমতি নাই। অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই উহা জায়েজ হইতে পারে না। কোন প্রকার ওজর আপত্তিও গ্রহণ যোগ্য নহে।

৬। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে— হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে দুর্রা মার এবং যে ব্যক্তি চারিবার মদ পান করিয়াছে তাকে কাতল কর (তিরমিজি শরীফ)।

৭। যে জিনিষে বেশী নেশা হয় তাহা অল্প হইলেও হারাম (তিরমিজি শরীফ)।

৮। প্রত্যেক নেশাবস্তু খমর্ অর্থাৎ শরাব বা মদের হুকুমের মধ্যে গণ্য এবং প্রত্যেক নেশাকর বস্তু (মাদক দ্রব্য) হারাম। আর যে ব্যক্তি মধ্যপান করে এবং এ অবস্থায় মারা যায় এবং তওবা না করে তার জন্য পরকালের শরাবন তহুরা নছীব হইবে না (বোখারী ও মুসলিম)।

৯। একজন ছাহাবী শরাব অর্থাৎ মদ পান করার সম্পর্কে হুজুর পাকের খেদমতে আরজ করেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ! আমি তো মদ তৈয়ার করি ঔষধের জন্য। হুজুরে পাক আলাইহিচ্ছালাম উত্তরে বলেন, ইহা তো ঔষধ নহে; বরং ইহা নিজেই বিমার (বা রোগ)।

—মুসলিম শরীফ

১০। পিতামাতার অবাধ্য সন্তান; জুয়াখুর এবং দান করতঃ খোটা প্রদানকারী; আর যাহারা সর্বদা মদ্যপানকারী তাহারা বেহেশত পাইবে না।

—দারেমী শরীফ।

১১। তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাক বেহেশ্ত হারাম

করিয়াছেন। (১) যে ব্যক্তি সর্বদা মদ পান করে। (২) যে ব্যক্তি মাতাপিতার নাফরমানী করে এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবারের মধ্যে বেপর্দা ও বেহায়া দেখিয়া ও উহা হইতে বিরত রাখে না। (ইমাম আহমদ ও নেছাই শরীফ)

১২। যে ব্যক্তি সর্বদা মদ পান করিবে সে মৃত্যুর পর এমন অবস্থায় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে যেন একজন মূর্তিপূজক (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

১৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনে সে যেন মদ পান না করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং খিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনে সে যেন এমন বিছানার উপর না বসে যে বিছানায় বসিয়া মদ পান করা হয়। (তিবরাণী)

১৪। মদ হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা মদ সমস্ত খারাপ কর্মের চাবি। (তিবরাণী শরীফ)

হজরত মাওলা আলী শেরে খোদার নসিহত সমূহ :—

যদি কোন কূপে মদের এক ফোঁটা পড়িয়া যায় তখন ঐ কূপের স্থানে যদি মিনারা বানান হয়, তবে ঐ মিনারায় আমি আজান দিব না। আর যদি মদের এক ফোঁটা দরিয়ায় পড়ে আবার দরিয়া শুকাইয়া যায় এবং ঐ জায়গায় ঘাস হয় তবে আমি ঐ ঘাসে গরু-ছাগল ছড়াইব না।

(রুহুল বয়ান)

যদি এক ফোঁটা মদ সমুদ্রে পড়ে এবং জোয়ারের দ্বারা জমিনে আসিয়া যায় আর ঐ জমিনে ঘাস জন্মে ও ছাগলে খায়, তবে আমি কখনো ঐ ছাগলের গোশ্‌ত খাইব না এবং

দুধ পান করিব না। আর যদি এক ফোঁটা মদ কোন মাঠে পড়িয়া যায় এবং ঐ মাঠে ঘাস জন্মে, তবে আমি ঐ মাঠের নিকটে যাইব না। আর এক ফোঁটা মদ যদি দরিয়ায় পড়ে এবং দরিয়া শুকাইয়া যায় ও উহাতে ঘাস জন্মে তবে আমি কখনো ঐ মাঠে ছাগল ছড়াইবার অনুমতি দিব না। স্মরণ রাখিও, মদের দ্বারা কোন বিমারির ঔষধের কাজে ব্যবহার জায়েজ নহে। আর যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুতকারীকে উহার প্রস্তুত কাজে সহায়তা করিবে সেও প্রস্তুতকারীর মধ্যে গণ্য হইবে।

ঃ কতিপয় প্রত্যক্ষ ঘটনা ঃ

হজরত আবু দাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন— আমি বাগদাদ শরীফের এক স্থানে এক মদখুরকে দেখিতে পাইলাম যে, সে নেশায় বিভোর হইয়া বেহুঁশ অবস্থায় পেশাব করিতেছে এবং নিজের পেশাব হাতে নিয়া নিজ মুখে মালিশ করিতেছে আর এই দোয়া পড়িতেছিল—"আল্লাহুম্মাজআলনী মিনাত্ তাওয়্যাবীনা ওয়াজ্ আল্‌নী মিনাল মুতাতাহ্‌-হেরীন।" হজরত ইমাম আবু ইউছুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদায়েন শহরে এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যে মদের নেশায় পেশাব করিতেছে এবং পেশাব হাতে নিয়া মুখে মালিশ করিতেছে এবং বলিতেছে—আল্লাহুম্মা বাই্‌ঈদ ওয়াজ্‌হী।

এক মদখুর নেশার অবস্থায় বমি করিতেছে এবং এ অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় একটি কুকুর আসিয়া তাহার মুখ চাটিতে লাগিল তখন মদখুর বলিতে

লাগিল—হে আমার মনিব, কষ্ট করিবেন না, আপনার রুমাল খারাপ হইয়া যাইবে, আরেকটি রুমাল খরিদ করিতে হইবে।

হে আমার প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! এ পুস্তক-খানি বারবার পড়িবেন যেন কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। আর বাজে বাজে আলাপ-আলোচনা না করিয়া ধর্মীয় আলোচনা করিবেন যেন মানুষ হেদায়েতের আলো পায়। গোনাহের কাজ হইতে বাঁচিতে পারে। বিশেষতঃ আমার মুরিদানদিগের প্রতি নির্দেশ এই যে, তোমরা মদ স্পশ করিও না, তাস-পাশা ও জুয়া ইত্যাদির ধারে-কাছেও যাইবে না। কোন প্রকার নেশাকর বস্তু পান করিবে না। সুন্নাতী পোশাক লম্বা কোর্তা ও কাল রং-এর কিস্তী টুপী পরিধান করিবে। ইহুদী নাছারাদের পোশাক কোট-প্যান্ট ঘৃণার সাথে বর্জন করিবে। মোচ্ লম্বা রাখিবে না কাটিয়া খাটো রাখিবে। দাঁড়ি লম্বা রাখিবে, এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব এবং পাবন্দির সাথে পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করিবে। সুন্নত ও নফল নামাজ সমূহ যথারীতি আদায় করিতে সচেষ্ট হইবে। জানিয়া রাখিবে, উম্মতের নামাজে আমার প্রাণের আক্কা ও মাওলা হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার চোখের শীতলতা আনয়ন করে। অযথা সময় কখনো নষ্ট করিবে না। কাজের সময় ছাড়া অন্য সময় দয়াল নবীজির গুণগানে নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে। আমার রচিত 'ঈমান ভাণ্ডার' সিরিজের কিতাবাদি এবং মাসিক 'আল-ঈমান' পাঠ

করিবে।

খবরদার! খোদার দুষমন ইহুদী-নাছারাদের অনুকরণ তথা কাফের কাফের-মুশরিকদের রীতি-নীতি বর্জন করিয়া করিয়া চলিবে। যৌতুকের কুপ্রথা বর্জন কর, উহা জঘন্য হারাম, হালাল জানিলে ইমান থাকিবে না! কন্যা সন্তান হইলে নারাজ হইবে না, কাল রং-এর মেয়েকে ঘৃণা করিবে না। নিজের মেয়েদের আদর-স্নেহ করিবে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে—যাহার যত জন মেয়ে সন্তান তাহার ততটি বেহেশ্ত। আর সদা-সর্বদা পাক-নাপাক, অজু-গোছলের প্রশ্ন নাই আল্লাহ পাকের কাল্বী জিকির—হু-আল্লাহ্ হু-আল্লাহ্ করিতে থাকিবে। অর্থাৎ, অন্তরে 'আল্লাহ' জিকির জারী রাখিবে। যাহাতে অপর কেহ তোমার জিকির টের না পায়। এমন কি, ফেরেশতায় যেন তোমার দীলের জিকির টের না পায়। অন্তরে জিকির চালু রাখিবে। তুমি আল্লাহর হইয়া যাও, আল্লাহ ও তোমার হইয়া যাইবেন।

আরজ গুজার—

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল-কাদেরী।